বিয়েতে ভালো সাহচর্য

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

বিয়েতে ভালো সাহচর্য

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2023 দ্বারা প্রকাশিত

সুচিপত্র

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

বিবাহ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি বেশিরভাগ ধর্মে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইসলামে বিবাহের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কারণ এটি মুসলিমদেরকে অনেক পাপ যেমন অবৈধ সম্পর্কের থেকে রক্ষা করে এবং রক্ষা করে। বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা অনেক বিবাহিত দম্পতিকে কঠিন বলে মনে হয় তা হল একজনের স্ত্রীর সাথে একটি ভাল সম্পর্ক বজায় রাখা। মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের হার আকাশচুম্বী হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হল বিবাহের এই দিকটি শিখতে এবং কাজ করতে ব্যর্থ হওয়া।

বিবাহিত দম্পতিরা কখনই তাদের বাড়িতে সত্যিকারের সুখ বা শান্তি খুঁজে পাবে না যদি না তারা সদয়ভাবে একসাথে থাকে। আল্লাহ, মহান, একটি বিবাহিত দম্পতির মধ্যে ভাল সাহচর্যের আদেশ দিয়েছেন কারণ এটি তাদের জীবনের বিভিন্ন দিক বজায় রাখতে সাহায্য করে যেমন সন্তান লালন-পালন এবং এটি তাদের সুখ আনবে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 19:

"...এবং আপনি তাদের যা দিয়েছিলেন তার কিছু অংশ নেওয়ার জন্য তাদের জন্য অসুবিধা করবেন না যদি না তারা স্পষ্ট অনৈতিক কাজ করে। এবং তাদের সাথে সদয়ভাবে বসবাস করুন..."

এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ। অতএব, যে ব্যক্তি এই আদেশ অমান্য করবে সে পাপ করেছে। এবং যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তা

পূরণ করার চেষ্টা করে, তাদের প্রচেষ্টার জন্য প্রচুর পুরস্কৃত করা হবে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ তালাকপ্রাপ্ত মুসলমানদের একে অপরের সাথে সদয় আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই, একজন বিবাহিত দম্পতিকে একে অপরের সঙ্গে সদয় আচরণ করার জন্য আরও কঠোর প্রচেষ্টা করতে হবে। অধ্যায় 65 এ তালাক, আয়াত 2:

"...হয় গ্রহণযোগ্য শর্তাবলী অনুসারে তাদের ধরে রাখুন বা গ্রহণযোগ্য শর্তাবলী অনুসারে তাদের সাথে অংশ নিন..."

তাই, তার সংক্ষিপ্ত বইটি একজন স্ত্রীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করবে।

বিয়েতে ভালো সাহচর্য

অভিপ্রায়

একটি বিবাহের মধ্যে ভাল সাহচর্যের প্রথম দিক হল যে একজন মুসলমানের সর্বদা তাদের স্ত্রীর প্রতি ভাল উদ্দেশ্য থাকা উচিত। একজন বিবাহিত দম্পতির পক্ষে একে অপরের প্রতি সদয় আচরণ করা এবং একে অপরের প্রতি ভাল উদ্দেশ্য ছাড়া একসাথে সুখী হওয়া সম্ভব নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 231:

"এবং যখন তোমরা নারীদেরকে তালাক দাও এবং তারা [প্রায়] তাদের মেয়াদ পূর্ণ করে, তখন হয় তাদের গ্রহণযোগ্য শর্তানুযায়ী রেখে দাও অথবা গ্রহণযোগ্য শর্তানুযায়ী তাদের ছেড়ে দাও, এবং [তাদের বিরুদ্ধে] সীমালঙ্ঘন করার জন্য ক্ষতির উদ্দেশ্যে তাদের রাখো না। আর যে এটা করে সে অবশ্যই নিজের প্রতি জুলুম করেছে..."

যখন একজন বিবাহিত দম্পতির একে অপরকে সুখী রাখার ভালো উদ্দেশ্য থাকে তখন মহান আল্লাহ তাদের পারস্পরিক ভালবাসা এবং একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধার দিকে পরিচালিত করবেন। এটি 8 অধ্যায়ে আল আনফাল, 70 নং আয়াতে নির্দেশিত হয়েছে:

"...আল্লাহ যদি আপনার হৃদয়ে [কোন] ভাল জানেন তবে তিনি আপনাকে [কিছু] দেবেন যা আপনার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে..."

স্বামী ও স্ত্রীর একে অপরের প্রতি ভালো উদ্দেশ্য থাকা অত্যাবশ্যক কারণ এটি তাদের কর্মে প্রকাশ পাবে। একবার এই অভিপ্রায় পরিবর্তন হলে মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্ক পরিবর্তন করে দেবেন। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 11:

"...নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে যা আছে তা পরিবর্তন না করে..."

এই সম্পর্ক তখন কঠিন এবং টানাপোড়েন হয়ে উঠবে। যখনই একজন ব্যক্তির একটি ভাল উদ্দেশ্য থাকে এটি তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে। যখন তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় শুদ্ধ হয় তখন তাদের শরীরের বাকি অংশ শুদ্ধ হয়ে যায়, যেমন তাদের জিহ্বা। সহীহ মুসলিম, 4094 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি তাদের বিবাহের প্রতিটি দিককে কল্যাণ ও সুখের দিকে একটি বড় পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করবে।

সদয় বক্তৃতা

বিবাহের মধ্যে ভাল সহবাসের সাথে সম্পর্কিত দ্বিতীয় দিকটি হল একজনের কথাবার্তা। যেহেতু একজনের উদ্দেশ্য হল ভাল সাহচর্যের একটি অভ্যন্তরীণ দিক ভাল বক্তৃতা হল ভাল সাহচর্যের বাইরের দিক। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের একে অপরের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে ভয় করা উচিত। এই গুণটি ছাড়া একটি বিবাহ সফল হতে পারে না। বেশিরভাগ বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে থাকে একজনের কথাবার্তার উপর নিয়ন্ত্রণের অভাবের কারণে। একজন ব্যক্তির উচ্চারিত শব্দ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না তাই বিবাহিত দম্পতিদের কথা বলার আগে চিন্তা করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ শব্দ কখনও কখনও শারীরিক ক্রিয়াকলাপের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথার কারণ হতে পারে। সহীহ মুসলিম, ১৭৬ নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সর্বব্যাপী এবং সুদূরপ্রসারী হাদীসের উপর তাদের কাজ করা উচিত। এটি পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তির হয় ভাল কথা বলা উচিত নয়তো চুপ থাকা উচিত। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 70:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং যথাযথ ন্যায়ের কথা বল।"

ভালো কথাগুলো একজন বিবাহিত দম্পতির ইহকাল ও পরকালে উপকার করে। যেখানে, মন্দ কথা শুধুমাত্র তাদের বিবাহের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে না বরং এটি পরবর্তী জগতে মন্দের দিকে নিয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার জামি আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, বিচারের দিনে একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিপতিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দ লাগে।

একজন বিবাহিত দম্পতি যখন একে অপরকে ডাকেন তখন অবশ্যই সদয় কথাবার্তা ব্যবহার করতে হবে। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা শুধুমাত্র একটি সদয় পদ্ধতিতে একে অপরের উল্লেখ করুন। যদিও সত্যের প্রতি অবিচল থাকা অবস্থায় রসিকতা করা ইসলামে বেআইনি নয়, বিবাহিত দম্পতির জন্য একে অপরকে খারাপ ডাকনাম না দেওয়াই উত্তম। যদিও দম্পতি এটি একটি রসিকতা দেখতে পারে তবে একটি সময় অবশ্যই আসবে যখন তাদের মধ্যে কেউ রসিকতার মেজাজে থাকবে না এবং এই সময়ে তাদের এই ডাকনামে ডাকলে তারা কেবল রাগ করবে। তাই শালীনতা বজায় রেখে, বিশেষ করে অন্যদের সামনে সবসময় একে অপরকে সদয়ভাবে উল্লেখ করাই উত্তম।

ব্যঙ্গাত্মক বা উপহাসমূলকভাবে একে অপরকে সম্বোধন করা কেবল শত্রুতার দিকে নিয়ে যায়। সময়ের সাথে সাথে এই শত্রুতা বাড়তে পারে যতক্ষণ না এটি তর্ক এবং এমনকি বিবাহবিচ্ছেদের কারণ হয়ে ওঠে। মানুষের সাথে যেভাবে আচরণ করা হয় সেরকমই প্রতিক্রিয়া দেখানো মানুষের স্বভাব। যদি কেউ অন্যদের সাথে কথা বলার সময় দয়া দেখায় তবে তারা সাধারণত দেখতে পাবে যে অন্যরাও তাদের সাথে সদয়ভাবে কথা বলে। এটি বিবাহিত দম্পতিদের জন্য আরও বেশি প্রযোজ্য।

একজন বিবাহিত দম্পতি যখন একে অপরের কাছ থেকে কিছু অনুরোধ করে তখনও কথাবার্তায় উদারতা ব্যবহার করা উচিত। একজন স্বামীকে আদেশমূলক উপায়ে কিছু অনুরোধ করা উচিত নয় যাতে তার স্ত্রীকে মনে হয় যে সে একজন স্ত্রীর চেয়ে একজন দাস। এটি সাধারণত দেখা যায় যে যখন একজন সদয় উপায়ে কিছু অনুরোধ করে তখন কেবল এটি পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে না বরং অন্য ব্যক্তি কঠোর এবং আদেশমূলক উপায়ে কিছু অনুরোধ করার চেয়ে তাদের

প্রয়োজন পূরণে আরও বেশি খুশি হবে। স্ত্রীরও উচিত তার স্বামীকে অতিরিক্ত বোঝা না করে বা খুব বেশি দাবি না করে, বিশেষ করে যখন জিনিসটি প্রয়োজনীয় নয়, তখন সদয় উপায়ে জিনিসের অনুরোধ করা উচিত। একজন স্ত্রী সম্ভবত তার স্বামীকে ছোট করার পরিবর্তে এবং তার প্রতি তার অনুভূতি নিয়ে প্রশ্ন করার পরিবর্তে যদি সে তার অনুরোধটি অবিলম্বে পূরণ করতে ইতস্তত করে তখন সে যদি সদয়ভাবে জিজ্ঞাসা করে তবে সে যা অনুরোধ করে তা পেতে পারে।

তাদের অনুরোধ পূরণ না হলে স্বামী/স্ত্রীর উভয়েরই রাগ করা এবং কঠোর শব্দ উচ্চারণ করা উচিত নয়। কখনও কখনও একজন ব্যক্তি অনুরোধ করার আগে কিছুটা সময় প্রয়োজন। তাদের কখনই অতীতের মামলাগুলি উত্থাপন করা উচিত নয় যেখানে তাদের অনুরোধ পূরণ হয়নি। অথবা তাদের দাবি করা উচিত নয় যে তাদের পত্নী তাদের সম্পর্কে চিন্তা করে না। এটি শুধুমাত্র তর্কের দিকে নিয়ে যায় এবং শুধুমাত্র পত্নীকে তারা যা অনুরোধ করেছে তা থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, বিবাহের উপর তর্ক এবং চাপ এড়াতে স্বামী/স্ত্রীর কেউই তাদের স্ত্রীর কাছ থেকে খুব বেশি অপ্রয়োজনীয় জিনিসের অনুরোধ করবেন না। এই মনোভাব বোঝা হয়ে উঠতে পারে কারণ স্বামীর মনে হতে পারে যেন সে তার স্ত্রীর জন্য একটি নগদ মেশিন ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং একজন স্ত্রী বিশ্বাস করতে পারে যে সে তার স্বামীর বাড়ির চাকর ছাড়া আর কিছুই নয়।

কৃতজ্ঞতা

অনুরোধ পূর্ণ হলে স্বামী/স্ত্রীর উভয়েরই একে অপরের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানো গুরুত্বপূর্ণ। যদিও, আশীর্বাদের উৎস আল্লাহ, মহান, একাই কম নয়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সুনানে আবু দাউদ , 4811 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ নয়। মানুষ মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে না। এর কারণ যদিও আশীর্বাদের উৎস মহান আল্লাহ তায়ালা একা, তবুও তিনি আশীর্বাদ প্রদানের মাধ্যম হিসেবে একজন ব্যক্তিকে বেছে নিয়েছেন। অতএব, মাধ্যমকে ধন্যবাদ জানানো আসলে আশীর্বাদের উৎসকে ধন্যবাদ জানানোর একটি পরোক্ষ উপায়। এই কারণেই রাজাদের দূতদের সম্মান করা হয়। পবিত্র কুরআন অনুসারে যখন কেউ মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, তখন এটি তাদের আরও আশীর্বাদ লাভ করে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।

মহান আল্লাহ যেভাবে কাউকে আরও আশীর্বাদ প্রদান করেন তার মধ্যে একটি হল যখন তারা আল্লাহ, মহান এবং সেই আশীর্বাদ প্রদানকারী ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। সুতরাং বিবাহিত দম্পতির ক্ষেত্রে একে অপরের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানো তাদের একে অপরের অনুরোধগুলিকে আরও বেশি করে আশীর্বাদ বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করবে।

পর্যবেক্ষক হচ্ছে

এটা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের স্ত্রীর সাথে কথা বলার আগে তাদের মেজাজের প্রশংসা করে। অর্থ, যদি তারা দেখেন যে তাদের জীবনসঙ্গী ক্লান্ত, অসুস্থ বা খারাপ মেজাজে আছেন তবে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে তারা তাদের শব্দগুলি আরও বিজ্ঞতার সাথে বেছে নেয় কারণ অনুপযুক্ত সময়ে কথা বলা প্রায়শই তর্কের দিকে নিয়ে যায়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে একে অপরকে একটু জায়গা দেওয়া বিবাহের উপর একটি বিশাল ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এই পরিস্থিতিতে একে অপরের কাছ থেকে অপ্রয়োজনীয় জিনিসের অনুরোধ করা উচিত নয় কারণ স্বামী / স্ত্রীর অনুরোধ পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা কম এবং কথোপকথনটি তর্কের দিকে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

যুক্তি

যেহেতু লোকেরা নিখুঁত নয় একজন বিবাহিত দম্পতি তাদের বিবাহ জুড়ে তর্ক করবে। আসলে কোনো সম্পর্কই তর্কমুক্ত নয়। তর্কের সময় সদয় বক্তৃতা ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ কারও পক্ষে তাদের দোষ স্বীকার করা এবং কঠোরভাবে কথা বলার সময় সত্যকে গ্রহণ করা বিরল। প্রকৃতপক্ষে, কঠোরতা কেবল একজনকে তাদের দোষ স্বীকার করা এবং উন্নতির জন্য পরিবর্তন করা থেকে আরও দূরে ঠেলে দেবে। প্রায়শই, যে অন্যদের সাথে কঠোর আচরণ করে সে আরও সমস্যার সৃষ্টি করে, তারপর প্রাথমিক জিনিস যা যুক্তির দিকে নিয়ে যায় যদিও তারা সঠিক হয়। ঠিক যেমন কিছু সত্য কথা বলা উচিত নয় যখন এটি কাউকে অসন্তুষ্ট করতে পারে এবং যুক্তির সময় সঠিকভাবে কঠোরতা ব্যবহার করা উচিত নয়। সঠিক হওয়া কাউকে বক্তব্যে কঠোরতা ব্যবহারের অধিকার দেয় না। এই মনোভাব শুধুমাত্র বিবাহিত দম্পতির মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধির কারণ হবে।

উপরন্তু, কিছু জিনিস ছেড়ে দেওয়া ভাল যা স্বীকার করা বা বোঝা বাধ্যতামূলক নয়, বরং তার স্বামীর সাথে তর্ক করার পরিবর্তে। উপেক্ষা করা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, প্রতিটি ছোটখাটো বিষয় নিয়ে নিজের স্ত্রীর সাথে সর্বদা তিরস্কার এবং তর্ক করার চেয়ে বেশি সুখের দিকে পরিচালিত করে। কিছু বিষয় যা গুরুত্বপূর্ণ যেমন, বাধ্যতামূলক কর্তব্য হল এমন কিছু যা সম্বোধন করা উচিত এবং আলোচনা করা উচিত যদিও এটি একটি তর্কের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু এই ধরনের ক্ষেত্রে একজনকে সবসময় সদয় শব্দ ব্যবহার করা উচিত কারণ এই কৌশলের মাধ্যমে সফল ফলাফলের সম্ভাবনা বেশি।

অত্যধিক সমালোচনা, এমনকি এটি গঠনমূলক হলেও, শত্রুতা হতে পারে। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বোঝেন যে বেশিরভাগ মানুষ বিশেষ করে, এই দিন এবং যুগে, গঠনমূলকভাবে সমালোচনা করা পছন্দ করেন না। এই অভ্যাসটি শুধুমাত্র বিবাহিত দম্পতির মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করবে। মাঝে মাঝে গঠনমূলকভাবে সমালোচনা করা গ্রহণযোগ্য কারণ এটি একে অপরকে মুসলিম হিসেবে উন্নতি করতে সাহায্য করে তবে এটি বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। এটি অবশ্যই একটি সদয় পদ্ধতিতে এবং উপযুক্ত সময়ে করা উচিত। অনুপযুক্ত সময়ে সঠিক কথা বললে আরও সমস্যা হতে পারে।

কর্মে দয়া

বিবাহিত দম্পতির মধ্যে উত্তম সাহচর্যের আরেকটি উপাদান হল সদয় আচরণ। একজন ব্যক্তির কেবল তাদের কথার মাধ্যমে নয় বরং তাদের কাজের মাধ্যমেও তাদের স্ত্রীর প্রতি সদয় আচরণ করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জামে আত তিরমিযী, 3895 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, সর্বোত্তম পুরুষ সেই ব্যক্তি যে তাদের স্ত্রীর সাথে সদয় আচরণ করে। অতএব, একজন মুসলিম কখনই তাদের চরিত্রকে পরিপূর্ণ করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা তাদের স্ত্রীর সাথে সদয় আচরণ করে যদিও তারা অন্যদের সাথে সম্মান ও দয়ার আচরণ করে। সকল মানুষের অধিকার পূরণ করতে হবে। কিছু আত্মীয়ের অধিকার পূরণ করে এবং অন্যের অধিকারকে উপেক্ষা করে সফলতা আশা করা যায় না। একজন সত্যিকারের মুসলমান মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য নির্ধারিত সমস্ত অধিকার পূরণ করার চেষ্টা করে।

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে, বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে উত্তম চরিত্র। তাই মুসলমানদের জন্য বিশেষ করে তাদের আত্মীয়স্বজন যেমন তাদের স্ত্রীর সাথে এই আচরণ অবলম্বন করা অপরিহার্য। বহির্বিশ্বের সাথে সদয় আচরণ করা এবং নিজের পরিবারের সাথে, যেমন একজনের স্ত্রীর সাথে নির্দয় আচরণ করা স্পষ্ট ভণ্ডামি। এই ব্যক্তি শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসরণ করছে, ইসলামী শিক্ষা নয়। এই দুই মুখোমুখী ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে উন্মোচিত হবে এবং অপমানিত হবে এবং তারা আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত না হলে পরলোকগত দুনিয়ায় তারা মহা শাস্তির সম্মুখীন হবে।

গৃহস্থালী কাজে

বিবাহে সদয় আচরণের একটি দিক হল যে প্রতিটি পত্নীকে ঘরের কাজে একে অপরকে সাহায্য করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিবারকে ঘরের কাজে সাহায্য করতেন যার ফলে এই কাজগুলো লিঙ্গ নিরপেক্ষ। এটি সহীহ বুখারী, 6039 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন মুসলিমকে সঠিকভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য অনুসরণ করা উচিত এবং নিজের ইচ্ছার অনুসরণ করা উচিত নয়। এই হাদীসটি স্পষ্টভাবে যোগ করে যে, যখন ফরয সালাতের সময় হত তখন তিনি মসজিদের দিকে রওয়ানা হতেন। এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে ঘরের কাজে সাহায্য করা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু মসজিদে জামাতের সাথে ফরজ নামাজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি ঐতিহ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং একজনকে এই আদেশটি সঠিকভাবে অনুসরণ করা উচিত এবং তারা কোন ঐতিহ্য অনুসরণ করতে চায় তা বেছে নেওয়া উচিত নয়।

স্নেহ দেখান

সদয় আচরণের আরেকটি দিক হল একে অপরের প্রতি স্নেহ দেখানো। এতে করে স্বামীর পুরুষত্ব কমে না। এটি একজনের জীবনসঙ্গীর কাছে দেখানোর একটি উপায় যে তাদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। এটি বিবাহিত দম্পতির মধ্যে ভালবাসা এবং সদয় আচরণ বৃদ্ধি করে। কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, যে বিনয় সবসময় বজায় রাখা উচিত বিশেষ করে, অন্যদের সামনে। এই কারণেই বিবাহিত দম্পতির জন্য তাদের বাড়ির মধ্যে একটি ব্যক্তিগত জায়গা থাকা গুরুত্বপূর্ণ যেখানে তারা দিনের বেলা একসাথে কিছু ব্যক্তিগত সময় কাটাতে পারে।

কম্প্রোমাইজিং

সদয় জীবনযাপনের অংশ হল বোঝা যে বিবাহ হল আত্মত্যাগ এবং আপোস করা। একজন পত্নী সর্বদা তারা যা চায় তা পাওয়ার আশা করতে পারে না। বিয়ে হল দেওয়া এবং নেওয়ার সম্পর্ক। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই, কেউ যত বেশি হাল ছেড়ে দেয় এবং তাদের সঙ্গীর জন্য ত্যাগ স্বীকার করে তত বেশি তারা প্রশংসা করবে এবং বিনিময়ে তাদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করবে।

আন্তরিকভাবে ভাল সঙ্গে উত্তর

এমনকি যখন একজনের স্বামী বা স্ত্রী খারাপ আচরণ প্রদর্শন করে তখন একজন মুসলিমের সদয় উত্তর দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি একজন সত্যিকারের মুসলমানের লক্ষণ নয়। পরিবর্তে, তাদের উচিত মহান আল্লাহকে ভয় করা এবং খারাপ আচরণের পরিণাম এবং তাদের জীবনসঙ্গীর প্রতি উত্তম আচরণ প্রদর্শন করা। এটি তাদের ইহকাল ও পরকালের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। এবং এমনকি খারাপ লোকেরাও শেষ পর্যন্ত কারও কাছ থেকে এই প্রতিক্রিয়াটির প্রশংসা করবে যদিও তারা এটি না দেখায়। একজন মুসলমানের উচিত আল্লাহকে স্মরণ করা, মহান তিনি তাদের দেখছেন এবং উভয় জগতে তাদের প্রতিদান দেবেন। যখন একজন মুসলিম মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের স্ত্রীর সাথে সদয় আচরণ করে, তখন তাদের পুরস্কার তার কাছে রয়েছে। তাদের জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ চাওয়া উচিত নয়। যদি কেউ মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার চায়, তবে তাদের উচিত তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা এবং শুধুমাত্র তাঁর কাছেই পুরস্কার চাওয়া অন্যদের নয়। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যা অনেকে উপেক্ষা করে। তারা তাদের সঙ্গীর সাথে সদয় আচরণ করে যখন তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করবে তখন তাদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক আশা করে, যেমন তিনি তাদের স্ত্রীর সাথে সদয় আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে প্রতিদান চায় তাকে বলা হবে বিচারের দিন তাদের কাছ থেকে পুরস্কার পেতে যা সম্ভব হবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

উপেক্ষা করুন এবং ক্ষমা করুন

সদয় আচরণের আরেকটি দিক হল প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বিবাহের রূপকথার চিত্রগুলিকে তাদের মন থেকে সরিয়ে দেওয়া কারণ কেউই একজন নিখুঁত ব্যক্তি বা স্ত্রী নয়। তাদের পরিবর্তে বোঝা উচিত যে একইভাবে তারা নিখুঁত থেকে অনেক দূরে অন্যরাও। অর্থ, একজন ব্যক্তি যেভাবে ভুল করে তাই অন্যরাও করে এবং একইভাবে একজন চায় যে অন্যরা তাদের উপেক্ষা করুক এবং ক্ষমা করুক, তারাও অন্যের ভুলগুলিকে উপেক্ষা করে এবং ক্ষমা করে। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 22:

"...এবং তাদের ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। তুমি কি চাও না যে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক..."

বিবাহিত দম্পতিদের জন্য এটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিষয়গুলিকে উপেক্ষা না করা এবং যেতে দেওয়া তাদের দাম্পত্য জীবনে কখনও চাপ সৃষ্টি করবে। প্রতিটি মুসলমানের উচিত জিনিসগুলিকে যেতে দেওয়া এবং ক্ষোভ ধরে না রাখা যাতে তাদের স্ত্রীর অতীত ভুলগুলি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত, এই মানসিকতা আজ মুসলমানদের মধ্যে খুব সাধারণ তারা জিনিসগুলিকে যেতে দিতে অস্বীকার করে এবং অন্যদেরকে তাদের ভুলগুলি এমনকি কয়েক দশক পরেও মনে করিয়ে দেয়। এটি শুধুমাত্র মহান আল্লাহ কর্তৃক তাদের ক্ষমা করার সম্ভাবনাকে হ্রাস করে না, বরং তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে শত্রুতা এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে। যেহেতু একজন বিবাহিত দম্পতি একসঙ্গে অনেক সময় কাটান, এই ধরনের মনোভাব বিপর্যয়কর হতে পারে। জিনিসগুলিকে

যেতে দিতে শেখা শুধুমাত্র একজনকে আরও ভাল মুসলিম করে না এবং মহান আল্লাহ দ্বারা তাদের ক্ষমা করার সুযোগ বৃদ্ধি করে, তবে এটি তাদের জীবনসঙ্গীর হৃদয়ে তাদের জন্য শ্রদ্ধা ও ভালবাসাও তৈরি করে। এর ফলে তাদের জীবনসঙ্গী তাদের খুশি করার জন্য আরও কঠোর প্রচেষ্টা চালাবে। হারাম জিনিসগুলি ছাড়াও একজন মুসলিমের উচিত অন্যান্য ছোট সমস্যাগুলিকে যেতে দেওয়া এবং সেগুলিকে বড় বিষয়ে পরিণত না করা। এটা শুনতে খারাপ লাগে যে বিবাহিত দম্পতিরা প্রায়ই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তর্ক করে। যে নিটপিক করে তার কখনোই সফল বিয়ে হবে না। তারা কেবল তাদের নিজেদের এবং অন্যদের জীবনকে কঠিন করে তুলবে। মহান আল্লাহ যদি সব বিষয়ে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তা না করেন তবে মুসলিমদেরও উচিত নয় যদি তারা তাদের সম্পর্কের বিশেষ করে বিবাহে কিছু আনন্দ পেতে চায়। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সহীহ মুসলিমের 3645 নম্বর হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এমন একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য অপছন্দ করবেন না, কারণ তার মধ্যে এমন অন্যান্য বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে যা তাদের কাছে আনন্দদায়ক। তাদের এই হাদিসটি আরও উপদেশ দেয় যে একজন মুসলমানের উচিত তাদের স্ত্রীকে সবসময় তাদের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ বা মূল্যায়ন না করে একটি ইতিবাচক উপায়ে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করা। এর অর্থ এই নয় যে তাদের আচরণ করা উচিত যেন তাদের জীবনসঙ্গী নিখুঁত। এর অর্থ হল তাদের ছোটখাটো নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাদ দেওয়া উচিত নয় যখন তাদের সময়ের সাথে সাথে তাদের ত্যাগ করার জন্য মৃদুভাবে উত্সাহিত করা উচিত। অন্যদের নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা এবং তারা নিখুঁত হওয়ার মতো আচরণ করা এবং তাদের ইতিবাচক দিকগুলিতে মনোনিবেশ করার মধ্যে একটি বিস্তৃত পার্থক্য রয়েছে যখন তাদের আরও ভালর জন্য পরিবর্তন করার পরামর্শ দেওয়া হয়। মানুষ খুব কমই রাতারাতি পরিবর্তন হয় তাই মুসলমানদের ধৈর্য ধরতে হবে কারণ নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করতে সময় লাগে।

উপসংহার

এই বইটিতে এ পর্যন্ত দেওয়া বেশিরভাগ উপদেশের সারসংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হল। এটি প্রাথমিকভাবে একজন মহিলাকে দেওয়া হয়েছিল তবে এটি সম্পাদনা করা হয়েছে যাতে এটি স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

একজন মুসলমান যদি পৃথিবীর মতো আচরণ করে এবং সর্বাবস্থায় তাদের স্ত্রীকে সমর্থন করে তবে তাদের জীবনসঙ্গী তাদের ক্ষতি থেকে আশ্রয় দিয়ে তাদের জন্য আকাশ হয়ে উঠবে। যদি একজন মুসলমান তাদের স্ত্রীকে মানসিক ও শারীরিক শান্তি দেয় তাহলে বিনিময়ে তারা তাদের জন্য আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিক সমর্থনের স্তম্ভ হয়ে উঠবে। যদি একজন মুসলিম ইসলামের আইনের মধ্যে তাদের স্ত্রীকে খুশি রাখার চেষ্টা করে তবে তারা দেখতে পাবে যে তাদের স্ত্রীও একই কাজ করে। যদি তারা তাদের পত্নীকে সম্মান করে এবং সম্মান করে তবে তারা তা পাবে। অর্থ, কেউ যা দেয় তাই তারা পাবে।

একজন মুসলিমের উচিত বিনয়ী হওয়া এবং শুধুমাত্র এমনভাবে কথা বলা এবং কাজ করা যা মহান আল্লাহ এবং তাদের স্ত্রীকে খুশি করে। তাদের বিবাহ এবং তাদের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত কারণ এটিই সত্যিকারের সমৃদ্ধি এবং সুখ। এটা বেশ স্পষ্ট যে কেউ যদি মিডিয়া পর্যবেক্ষণ করে যে খ্যাতি এবং ভাগ্য সুখ নিয়ে আসে না। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ সেলিব্রিটি তাদের খ্যাতি এবং ভাগ্য সত্ত্বেও বিবাহবিচ্ছেদ করে। একজন মুসলিমকে নিশ্চিত করা উচিত যে তারা তাদের জীবনসঙ্গীর জন্য নিজেদেরকে সাজিয়ে তুলবে এবং অতিরিক্ত অপচয় ও অপচয় এড়াবে কারণ এটি তাদের ভালবাসা বজায় রাখার একটি দিক। একজনের সর্বদা

তাদের স্ত্রীর মেজাজ সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত এবং যথাযথভাবে কথা বলা এবং কাজ করা উচিত কারণ যুক্তি দেখা দিতে পারে এমনকি যদি সঠিক কথাটি অনুপযুক্ত সময়ে বলা হয়, উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন ক্ষুধার্ত বা ক্লান্ত থাকে। একজন মুসলমানের উচিত অর্থের মূল্যকে উপলব্ধি করা এবং এটিকে নষ্ট করা না কারণ এটি মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন এবং একজন খোদাভীরু স্ত্রীর কাছে এটি অপছন্দনীয়। বিবাহিত দম্পতিদের উচিত নিজেদেরকে ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষিত করা এবং তাদের সন্তানদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই ভালো শিক্ষা লাভ করা নিশ্চিত করা। এই শিক্ষা তাদের মধ্যকার বন্ধনকে মজবুত করবে। একজন মুসলিমের উচিত তাদের স্ত্রীর যুক্তিসঙ্গত অনুরোধগুলি পূরণ করার চেষ্টা করা যতক্ষণ না এটি মহান আল্লাহর আদেশকে চ্যালেঞ্জ না করে। একজনের স্ত্রীকে ক্রমাগত অস্বীকার করার ফলে রাগ এবং তর্ক হতে পারে। তাদের মধ্যে যা ঘটে তা গোপন রাখা উচিত কারণ গোপনীয়তা প্রকাশ করা বিবাহিত দম্পতির মধ্যে বিশ্বাস ভেঙে দিতে পারে। একমাত্র ব্যতিক্রম হল যখন একজন অন্যের পরামর্শ চায় কিন্তু তারপরও এটি একটি সর্বজনীন বিষয় হয়ে উঠবে না এবং অনেক লোকের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। একজন মুসলিমের সীমার মধ্যে তাদের জীবনসঙ্গীর আবেগকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা উচিত, উদাহরণস্বরূপ, তাদের জীবনসঙ্গী দুঃখিত হলে তাদের প্রকাশ্যে খুশি হওয়া উচিত নয় কারণ এটি একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করতে পারে যে তাদের জীবনসঙ্গী তাদের অনুভূতির প্রতি যত্নশীল নয়। একজন মুসলিমের উচিত ইসলামের সীমার মধ্যে তাদের স্ত্রীর জন্য ত্যাগ এবং আপোষ করতে শেখা কারণ এটি তাদের জীবনসঙ্গীকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করবে। এই সমস্ত কিছু মনে রাখার একটি ভাল উপায় হল যে একজন মুসলিম তাদের স্ত্রীর সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা চান যে তাদের প্রিয়জনের সাথে তাদের জীবনসঙ্গী ব্যবহার করুক। উদাহরণ স্বরূপ, একজন স্বামীর তার স্ত্রীর সাথে সেরকম আচরণ করা উচিত যেভাবে সে চায় তার জামাই তার মেয়ের সাথে আচরণ করুক। অথবা একজন স্ত্রীর উচিত তার স্বামীর সাথে সেরকম আচরণ করা যেভাবে সে চায় তার পুত্রবধূ তার ছেলের সাথে আচরণ করুক। শুধুমাত্র এই মানসিকতা অবলম্বন করা দাম্পত্য জীবনের অগণিত সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট হবে।

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod
শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক:
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf
https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe